বিয়ে করলেন টম–মেনকা, শুভেচ্ছা সব মহলের

ধূপগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ একসময় ত্রাস সৃষ্টিকারী কেএলও জঙ্গিদের ধরতে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। সমাজের মূলস্রোতে ফিরতেই সেই পুলিশই কেএলও–র প্রাক্তন ডেপুটি কমান্ডার জয়দেব ওরফে টম অধিকারীর বিয়েতে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা দিল। সোমবার রাতে টম ও তাঁর প্রেমিকা মেনকা রায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আর তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার এই পদক্ষেপে দারুণ খুশি পরিবারের সকলেই। টম ও মেনকার দীর্ঘদিনের পরিচয় এবং ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তাই দাদার বিয়েতে বিন্দুমাত্র খামতি রাখতে চায়নি টমের দুই ভাই শশাঙ্ক ও জয়ন্ত। অসম থেকে মালদা পর্যন্ত পরিচিত অনেকেই নিমন্ত্রিত টম ও মেনকার বিয়েতে। ছোটো ভাই জয়ন্তের কথায়, দু–হাজারেরও বেশি মানুষ নিমন্ত্রিত দাদার বিয়েতে। এর মধ্যে বিশেষ করে রয়েছেন একসময় টমের আন্দোলনের সঙ্গীরা, নানা সময়ে টমকে বন্দি বানানো পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা, রয়েছেন রাজ্যের শাসকদলের নেতারা।

জলপাইগুড়ি জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি টমের বিয়েতে আমন্ত্রিত। জলপাইগুড়ির প্রাক্তন পুলিশ সুপার তথা উত্তরবঙ্গের বর্তমান এডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, পুলিশ আধিকারিক অচিন্ত্য গুপ্ত বিয়ের ঘটনা জানতে পেরে টমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

কিশোর বয়স থেকে টম ও মেনকার সম্পর্ক ছিল। দুজনে একইসঙ্গে জঙ্গি আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমবারে ছাড়া পেয়ে মেনকা মূলস্রোতে ফিরলেও প্রেমিক তথা প্রাক্তন কেএলও ডেপুটি কমান্ডার টম সে পথে হাঁটেননি। তিনি ফের জঙ্গি আন্দোলনে শামিল হন। বর্তমানে নানা মামলায় অভিযুক্ত থাকলেও জামিনে মুক্ত টম। তাই এবার সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে চেয়ে এবং তাঁদের ভালোবাসাকে পরিপূর্ণতা দিতে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি টমের বিয়েতে আমন্ত্রিত। কিন্তু তিনি ব্যস্ত থাকায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিয়ের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ির প্রাক্তন পুলিশ সুপার তথা উত্তরবঙ্গের বর্তমান এডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা টমকে গ্রেফতার করেছিলেন। এছাড়াও জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি, পুলিশ আধিকারিক অচিন্ত্য গুপ্ত টম ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। বিয়ের ঘটনা জানতে পেরে সকলেই টমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তবে বিয়ে করার আগেই পৃথক কামতাপুরি ভাষা অ্যাকাডেমি গঠন এবং ভাষার স্বীকৃতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এখন আর পৃথক রাজ্য নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং মূলস্রোতে থেকে নিজের স্বনির্ভরতাকেই ভরসা করে সুখী দাম্পত্য জীবন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বাধীন স্বপ্নে বিভোর টম।

টম ও মেনকা ধূপগুড়ি ব্লকের ফটকটারি এলাকার বাসিন্দা। সোমবার রাতে টম বরের সাজে বিয়ে করতে যান। মঙ্গলবার ভোরে স্ত্রী মেনকাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। আর সব নিয়মের পর মঙ্গলবার রাতে জাঁকজমকের সঙ্গে বউভাতের আয়োজন হয়েছে। শুধু ভাইয়েরা নন, টমের বিয়ের পর দারুণভাবেই খুশি হয়েছেন তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরা। সকলেই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজেদের খুশির বহিঃপ্রকাশ করেছেন।

টম ও মেনকা দুজনেই ২০০৩ সালে ভুটান পাহাড় থেকে একই সময়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দিদশা কাটিয়েছেন। পরে মেনকা ছাড়া পান এবং জীবনের মূলস্রোতেও ফিরে আসেন। এদিকে, রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গঠনের পর যে ৬ জন কেএলও বন্দিকে জামিনে মুক্তি দিয়েছিল তার মধ্যে ছিল টমের নামও। কিন্তু মুক্তি পেয়েও টম প্রেমিকা মেনকাকে বিয়ের কথা ভাবেননি। সাময়িকভাবে মূলস্রোতের দিকে ভাসলেও তিনি ২০১৫ সালে ফের আত্মগোপন করে আন্দোলন পুনর্গঠিত করেন। গত বছর সমস্ত মামলার কয়েকটিতে নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি বাকিগুলিতে জামিনে মুক্তি পান। টমের ভাই জয়ন্ত বলেন, মেজো দাদা আগেই বিয়ে করেছে। অপেক্ষা ছিল বড়ো দাদার বিয়ের। সেটাও ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একইসঙ্গে সরকারের কাছে তাঁর আবেদন, মামলা প্রত্যাহার করে দাদাকে পুরোপুরিভাবে সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে সহায়তা করা হোক।

কিশোরী অপহরণে যুবকের সশ্রম কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় কিশোরীকে বিয়ে করে পরে ফের গোপনে ভারতে প্রবেশ করার অপরাধে এক বাংলাদেশি নাগরিককে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল জলপাইগুড়ি জেলা আদালত। গত সোমবার জেলা আদালতের পক্ষ থেকে চন্দন রায় নামে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার জেলা আদালতের অতিরিক্ত দায়রা থার্ড কোর্টের বিচারক রাজীব সাহা অভিযুক্তকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন বলে সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় দাস জানান।

ঘটনা সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের দেবনগর এলাকার বাসিন্দা এক কিশোরী ২০১৩ সালের মার্চ মাসে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। একবছর পর পরিবারের লোকজন জানতে পারে তাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের রংপুর জেলার লালমণিহাটের বড়বাড়ি এলাকার বাসিন্দা চন্দন রায় নামে এক যুবক। এরপরেই কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এই মামলার সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় দাস জানান, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে এসে শিলিগুড়ির একটি মিষ্টির দোকানে কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেছিল চন্দন। দেবনগর সংলগ্ন সেবাগ্রামের এক কিশোরের সঙ্গে তার পরিচয়ের সুবাদে ওই কিশোরীর সঙ্গে পরিচয় হয় যুবকের। এরপর ওই কিশোরের সাহায্য নিয়ে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে গোপনে কিশোরীকে এনজেপি এলাকা থেকে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে যায় যুবক। সেখানে নিয়ে গিয়ে কিশোরীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে করে। শুধু তাই নয়, কিশোরীর ওপর অত্যাচার করত চন্দন। অপহরণের ঘটনার পরের বছর বাংলাদেশ থেকে গোপনে মাকে ফোন করে গোটা ঘটনা জানায় মেয়ে। এরপরই কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করে কিশোরীর পরিবার। এর দু–বছর পর ২০১৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর কিশোরীকে নিয়ে ফের অবৈধভাবে ভারতে এসে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় চন্দন রায় নামে ওই যুবক। প্রায় দেড় বছর ধরে চলা এই মামলায় নয়জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। সোমবার দোষী সাব্যস্ত করার পরে বিচারক তার সাজা ঘোষণা করেন।

বৃষ্টির পরে বেহাল দশা রাস্তার। ছবি ঃ বাণীব্রত চক্রবর্তী

সামান্য বৃষ্টিতে বেহাল ময়নাগুড়ি বাজারের রাস্তা

ময়নাগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ সামান্য বৃষ্টিতেই বেহাল ময়নাগুড়ির বাজারে যাবার রাস্তা। সোমবার রাতে বৃষ্টির পর মঙ্গলবার জলকাদায় এই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। রাস্তার দু–পাশে সবজি ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। জলকাদা জমে যাওয়ায় মঙ্গলবার ব্যবসায়ীরা সবজি নিয়ে এখানে বসতেই পারেননি।

দু–মাস আগে সাংসদ কোটার টাকায় এই রাস্তাটি পাকা করা হয়। কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হওয়ায় পাকা রাস্তার উপর জল জমে কাদা হয়ে যায়। এছাড়া রাস্তার উপর নোংরা আবর্জনা ফেলা হয়। সেগুলো থেকেই রাস্তাটির এমন অবস্থা হয়। রাস্তার পাশেই থাকা নর্দমা দীর্ঘদিন ধরে মেরামত হয়নি।

সবজি ব্যবসায়ীরা জানান, এই জলকাদার জন্য মঙ্গলবার ব্যবসা করা যায়নি। কারণ বসার কোনো জায়গা নেই। ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহকারী সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'এই রাস্তার দু–পাশে অন্তত ৫০ জন ব্যবসায়ী সবজি নিয়ে বসেন বিক্রির জন্য। মঙ্গলবার জলকাদার জন্য এই রাস্তার দু–পাশে সবজি নিয়ে ব্যবসায়ীরা বসতেই পারেননি। আমরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেছি রাস্তার উপর নোংরা আবর্জনা না ফেলার জন্য। আর প্রশাসনকে জানিয়েছি রাস্তার পাশের নর্দমা মেরামতি করার জন্য। তাহলেই আর সমস্যা হবে না।'

ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবরঞ্জন বর্মন বলেন, আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। নর্দমার মেরামতি প্রয়োজন। তাহলেই সমস্যা এড়ানো সম্ভব হবে। এই রাস্তাটি দু–মাস আগে পাকা করা হয়েছে। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ বসু বলেন, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়েই মাছ ও সবজি বোঝাই পিকআপ ভ্যানগুলি সবসময় যাতায়াত করে। আর একটু বৃষ্টি হলেই এই রাস্তায় কাদা হয়ে যায়। চলাফেরা করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। সবজি ও মাছ–মাংসের বাজারে ঢোকাই যায় না। আর ব্যবসায়ীরাও বাজারের নোংরা আবর্জনা ফেলে রাখেন যত্রতত্র। সেগুলিতেও সমস্যা হয়। এই বিষয়ে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, দাবি স্থানীয়দের।

স্কুলের পাশে চিতাবাঘের ডেরা, আতঙ্ক বামনডাঙ্গায়

নাগরাকাটা, ১৩ মার্চ ঃ কখনও তাকে দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা পেরোতে। কখনও আবার ছাগল মেরে ফেলে রাখছে বিদ্যালয়ের লাগোয়া চা বাগানের ঝোপে। তর্জন–গর্জনও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। সব মিলিয়ে চিতাবাঘের ভয়ে এখন কাঁটা হয়ে রয়েছে পড়ুয়ারা। ঘটনাটি নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের ডায়না লাইনের টন্ডু টিজি ৩ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা তল্লাটেও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে ঘটনার সূত্রপাত। বিদ্যালয়টি একপাশে ডায়না ও অন্যপাশে গরুমারার জঙ্গল ঘেরা। গত শুক্রবার এক পড়ুয়া বাড়ি ফেরার পথে চিতাবাঘটিকে রাস্তা পার হতে দেখে। বাড়ি ফিরে সে বাবা–মাকে ঘটনাটি জানায়। তবে এলাকাবাসীর টনক নড়ে মঙ্গলবার। এদিন বিদ্যালয়টি থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে চা বাগানের ঝোপ থেকে উদ্ধার হয় একটি ছাগলের ক্ষতবিক্ষত দেহ। পশুটি ডায়না লাইনেরই ফুলেশ্বর সাউ নামে এক শ্রমিকের। গত রবিবার থেকে ছাগলটি বেপাত্তা ছিল। এই রাস্তা দিয়ে শতাধিক শিশু স্কুলে যাতায়াত করে। ফলে চিন্তায় অভিভাবকরা।

এর আগেও একবার ডেরা বাঁধা একটি চিতাকে নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। দিন কয়েক আগেই হাতির আক্রমণে এই বাগানটির বীচ লাইনে মৃত্যু হয়েছে রোহিত মুন্ডা নামে এক যুবকের। জানা গিয়েছে, বছর তিনেক আগে বিদ্যালয়টির শৌচাগার হাতির হানায় ভেঙে গিয়েছে। ফলে এখন অনেক পড়ুয়াই বাধ্য হয়ে শৌচকর্মের জন্য চা বাগানে যায়। এতে বিপদের সম্ভাবনা আরও বেড়েছে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিলীপ কুমার বলেন, 'স্কুলের চারপাশেই বাগান। ৫০০ মিটার দূরেই জঙ্গল। ফলে আমাদের সারা বছরই জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে আতঙ্কে থাকতে হয়। পাশেই চিতাবাঘ ডেরা বানানোয় আতঙ্ক আরও বেড়েছে। পড়ুয়ারাও ভয় পাচ্ছে।' বামনডাঙ্গার এক শ্রমিক নেতা কৈলাস গোপ বলেন, 'নতুন করে ফের এখানে চিতার উপদ্রব শুরু হয়েছে। বন দপ্তরকে দ্রুত খাঁচা পাতার আবেদন জানাচ্ছি।' বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জার শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের জেরেই কি খুন দিনমজুর, উত্তর খুঁজছে পুলিশ

ওদলাবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কে কি পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সুজন ? সে কারণেই কি তাঁকে চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ? সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ ১০ নম্বর গজলডোবার বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর নিরীহ যুবক সুজন সরকারকে (৩৫) ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন এবং তাঁর স্ত্রী টগরি সরকারের গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের কাছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। মালের এসডিপিও দেবাশিস চক্রবর্তী মঙ্গলবার খুনের ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে অবশ্য বলেন, 'এখনই চূড়ান্ত কিছু বলার সময় আসেনি। তদন্তে সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিকে, বাস্তবের রুক্ষ জমিতে দাঁড়িয়ে চোখের জল শুখিয়ে গিয়েছে মৃত সুজনের বৃদ্ধা মা এলাচি সরকারের। সংসারে উপার্জনক্ষম একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছেন সোমবার সন্ধ্যাবেলায়। বউমা টগরি বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। বাড়িতে দুই নাবালক নাতি–নাতনি সাগর ও সাগরিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্‌বিগ্ন বৃদ্ধা। আততায়ীর ধারালো অস্ত্র তাঁর সংসারকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে বলে তিনি জানালেন। দোষী যেই হোক তার কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সদ্য সন্তান হারিয়ে শোকে পাথর মা।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার সকালে এসডিপিও দেবাশিস চক্রবর্তী ও মাল থানার ওসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তদন্তরত পুলিশের একটি দলের সামনে গ্রামবাসীদের কয়েকজন ছাড়াও মৃত সুজনের দিদি পূজা কীর্তনিয়া প্রতিবেশী এক যুবকের সঙ্গে সুজনের স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের দিক ইঙ্গিত করেন। ঘটনাচক্রে সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে ওই প্রতিবেশী যুবক বাড়িতে নেই। মোবাইলেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ তাঁর বাড়িতে গিয়েও ওই যুবকের মা–বোনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে অবৈধ সম্পর্কই যদি কারণ হয় তবে সুজনের স্ত্রীর গলাতেও কেন ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হবে ? তদন্তকারীরা এর উত্তর খুঁজছেন। এছাড়াও মৃতের মা এলাচিদেবী পুলিশকে জানিয়েছেন, সোমবার বিকেলে তিস্তার জলাশয়ে টেপাই দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার পর গজলডোবারই অন্য আরেক যুবক সুজনের খোঁজে বাড়ি এসেছিলেন। বাড়ির পিছনে বাঁধ পেরিয়ে সুজন মাছ ধরতে গিয়েছেন শুনে তিনিও দ্রুত চলে যান। পুলিশ ওই যুবককেও জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে জানিয়েছে। মালের এসডিপিও বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে মৃতের স্ত্রী টগরি সরকারের সুস্থ হয়ে ওঠা ভীষণ জরুরি। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমরা তাঁকে সর্বোচ্চমানের চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী তিনি।' একটু সুস্থ হলেই টগরিদেবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে এসডিপিও জানিয়েছেন। খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রের খোঁজ চলছে। খুনের ঘটনাস্থলের খুব কাছে তিস্তা গাইড বাঁধের ওপর একটি কুল গাছের নীচে পড়ে থাকা মদের বোতলও পুলিশ উদ্ধার করেছে। এসবের মাঝেই মঙ্গলবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর সুজনের মৃতদেহ গজলডোবায় এলে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের পরিজন, বন্ধু–বান্ধবরা। তিস্তার পাড়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

জঙ্গল থেকে উদ্ধার আহত যুবক

ওদলাবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ মঙ্গলবার জঙ্গলের ভেতর থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবককে উদ্ধার করলেন বনকর্মীরা। আশঙ্কা করা হচ্ছে, বুনো হাতির আক্রমণে তাঁর কোমরে চোট লেগেছে।

বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের অন্তর্গত আপালচাঁদ ও তারঘেরা জঙ্গলের মাঝামাঝি এলাকায় ফুলঝোরা–২ কম্পার্টমেন্টে ঘটনাটি ঘটে। তবে ওই যুবক গভীর জঙ্গলে কেন গিয়েছিলেন, তা বনকর্মীদের অজানা। রুটিন টহলদারির সময় বিষয়টি নজরে আসে। পরে তারঘেরা রেঞ্জ ম্যানেজার দুলাল ঘোষ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি বন দপ্তরের গাড়িতেই আহত যুবককে চিকিৎসার জন্য মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। পরে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। দুলালবাবু জানিয়েছেন, যেখান থেকে জখম ওই যুবককে উদ্ধার করা হয়েছে, তার আশপাশে হাতির পায়ের ছাপ, মল দেখা গিয়েছে।

স্বামী খুনে গ্রেফতার স্ত্রী

বানারহাট, ১৩ মার্চ ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট থানার অন্তর্গত আমবাড়ি চা বাগানে। জানা গিয়েছে, চা বাগানের আপার লাইনের বাসিন্দা বিমল সরকার (৩৪) ও তাঁর স্ত্রী সৌমিত্রার মধ্যে পারিবারিক কলহ লেগেই থাকত। সোমবার রাতে বিবাদ চরমে উঠলে সৌমিত্রাদেবী একটি লোহার রড দিয়ে স্বামীর মাথায় আঘাত করেন বলে অভিযোগ। এতে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন বিমলবাবু। চিৎকার শুনে বিমলবাবুর ভাই ও আত্মীয়স্বজনরা ছুটে এসে দেখেন গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে রয়েছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁরা বিমলবাবুকে বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বানারহাট থানা সূত্রে খবর, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কিশোরের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

ময়নাগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ ঝুলন্ত অবস্থায় কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল ময়নাগুড়ি ব্লকের হেলাপাকড়ি এলাকায়। মৃত কিশোরের নাম বাপি দাস (১৭)। এদিন সকালে বাড়ির পাশে একটি গাছে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এরপর খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি থানাতে। পুলিশ এসে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কী কারণে তার মৃত্যু হল তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছে সে। মৃত কিশোরের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর জমিতে লাঙল চালানো নিয়ে তার বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। তার থেকেই হয়তো এমন ঘটনা ঘটিয়েছে সে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

বিজেপির সভা

বানারহাট, ১৩ মার্চ ঃ মঙ্গলবার দুপুরে আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে রণকৌশল ঠিক করার লক্ষ্যে বানারহাটে বিজেপির এক বিশেষ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা পর্যবেক্ষক দীপ্তিমান সেনগুপ্ত, মাদারিহাটের বিধায়ক মনোজ টিগ্গা, চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন–এর চেয়ারম্যান জন বারলা, বানারহাট সাংগঠনিক ব্লক সভাপতি উমেশ যাদব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গরিব শিশুর চিকিৎসায় আর্থিক সাহায্য রেঞ্জারের

রাজগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ রাজগঞ্জের মান্তাদারি গ্রামের এক গরিব পরিবারের গুরুতর অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত। মঙ্গলবার ওই পরিবারের হাতে নগদ ৬০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি চিকিৎসার যাবতীয় সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন। চিকিৎসার জন্য বুধবার পরিবারটি দক্ষিণ ভারতের উদ্দেশে রওনা দেবে। বেলাকোবার অদূরে মান্তাদারি গ্রামের মণিপদ অধিকারী পেশায় দিনমজুর। তিনি বলেন, তাঁর ৬ বছরের ছেলে প্রায় এক বছর ধরে অসুস্থ। বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে মাথায় আঘাত লেগেছিল। প্রথম কিছুদিন ছেলে কোনো সমস্যার কথা না বললেও একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু ছেলে সুস্থ হয়নি। মাস ছয়েক আগে শিশুটি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে। একা দাঁড়িয়ে থাকতে বা চলতে পারে না। তিনি বলেন, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ছেলের মাথায় রক্ত জমে আছে। চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দিনমজুরির কাজ করে কোনো রকমে সংসার চলে মণিপদবাবুর। অর্থবল যা ছিল, ছেলের চিকিৎসায় সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। তাই মণিবাবু এবং তাঁর স্ত্রী শর্মিলাদেবী একমাত্র ছেলের চিকিৎসার জন্য অনেকের দ্বারে কড়া নেড়েছেন। কিন্তু তেমন সাড়া মেলেনি। তাঁদের দুরবস্থার খবর পেয়ে বেলাকোবার রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত ত্রাতার ভূমিকায় ওই বাড়িতে গিয়ে পৌঁছান। এই দিন ওই পরিবারের হাতে ৬০ হাজার টাকা তুলে দেন। এছাড়া চিকিৎসার জন্য সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেন। বনবস্তির মানুষের কাছে বড়োবাবু হিসেবে পরিচিত সঞ্জয় দত্তের সাহায্য পেয়ে আশার আলো দেখছে অসহায় পরিবারটি। শর্মিলাদেবী বলেন, 'বড়োবাবু আমার পরিবারে ভগবানের রূপে এসেছেন।' তাঁর সাহায্য পেয়ে ছেলে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে বলে আশা করছেন তিনি। সঞ্জয়বাবু বলেন, 'ওই পরিবারটি খুব গরিব। এছাড়া মণিপদবাবু হীরাবাড়ি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্য। বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় তাঁদের অবদান রয়েছে। তাই বিপদে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য বলে মনে করি।' এব্যাপারে কমিটির সদস্যরা ছাড়াও কিছু ব্যক্তি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ট্রাকের ধাক্কা দোকানে

মানিকগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ দুর্ঘটনায় পড়ল ইটবোঝাই একটি ট্রাক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ঘুঘুডাঙ্গা বাজার সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে। হতাহতের খবর নেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন সকালে ইটবোঝাই ট্রাকটি দ্রুতগতিতে হলদিবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের কাছে পৌঁছানোর পরে ট্রাকটির সামনের ডানদিকের চাকা ফেটে যায়। চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ট্রাকটি রাস্তার পাশের একটি দোকানে ধাক্কা মারে। দোকানের বারান্দার কিছু অংশের ক্ষতি হয়। পরে ট্রাকটির ইট অন্য একটি ট্রাকে ভরতি করে গন্তব্যস্থলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ খালি ট্রাকটি থানায় নিয়ে আসে। চালক পলাতক।

আগুন লেগে ক্ষতি বাইকের

ফুলবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হল একটি মোটরবাইক। ঘটনাটি মঙ্গলবার বিকেলে ঘটেছে ফুলবাড়ি এলাকায়। মোটরবাইকের চালক ধীরাজকুমার গুপ্তা জানান, এদিন তিনি শিলিগুড়ি থেকে ফুলবাড়ি সীমান্তের দিকে ফিরছিলেন। ফুলবাড়ি মোড়ের কাছে পরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়ায় দাঁড়ান। সে সময়ই তিনি দেখতে পান বাইকটি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কয়েকজনের সহযোগিতায় জল ঢেলে আগুন নেভান। কিন্তু অধিকাংশ যন্ত্রাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

ময়নাগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ ব্যক্তির। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের ব্রহ্মপুর সংলগ্ন এলাকায় সার্ক রোডে। মৃতদের নাম জানা যায়নি। তবে তাঁরা মাথাভাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এদিন বালাসন এলাকায় সার্ক রোডের ওপর একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ট্রাকের পেছনে গিয়ে সজোরে একটি বাইক ধাক্কা মারে।

বেসরকারি স্কুলকে সরকারি জমি দেওয়ার অভিযোগ মেটেলিতে

মেটেলি, ১৩ মার্চ ঃ একটি বেসরকারি স্কুলের হাতে সরকারি জমি তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগে মেটেলি বাজার এলাকায় জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকার বাসিন্দারা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিও সহ অন্য আধিকারিকদের কাছে গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে পদক্ষেপের সুবাদেই জেলাপরিষদ থেকে জমির লাইসেন্স মিলেছে। লাইলেন্সের কপি প্রধানকেও দেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ দাবি জানিয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জেলাপরিষদের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মেটেলি বাজারের মেটেলি হাট গ্রাম পঞ্চায়েত লাগোয়া রাজ্য সড়কের পাশে একটি জমিতে একটি কাঠের ঘর দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জমিটি জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের। আগে এখানে একটি সরকারি হাসপাতাল ছিল। পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসক এখানে বসতেন। যাতে দখল না হয় সেজন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে জমিটির সীমানা ঘেরাও করে দেওয়া হয়। শনিবার রাতে ওই ঘরটির গায়ে লাল রং দিয়ে লেখা এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের নাম দেখে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বাসিন্দারা সমবেতভাবে প্রতিবাদে শামিল হন। সরকারি জমি কীভাবে একটি বেসরকারি স্কুলের হাতে তুলে দেওয়া হল তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। এলাকার বেকার যুবক–যুবতিরা যাতে কাজ পান সেজন্য ওই জমিতে একটি সরকারি প্রকল্প গড়ে তোলার দাবি ওঠে।

মেটেলি হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আইমিত প্রধান লেপচা বলেন, 'ওই জমিতে যাতে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের কার্যালয় গড়ে তোলা হয় সেজন্য আমরা বহুবার জেলাপরিষদকে অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। জমিটি বেসরকারি স্কুলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ পেয়েছি। তা সংশ্লিষ্ট জায়গায় জানানো হবে।' সংশ্লিষ্ট বেসরকারি নার্সারি স্কুলটির কর্ণধার বলেন, 'জমিটি মোটেও বেআইনিভাবে দখল করা হয়নি। যাবতীয় বিধি মেনেই জেলাপরিষদের কাছ থেকে জমিটি নেওয়া হয়েছে। নথির কাগজপত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বিডিও–কে দেওয়া হয়েছে। মেটেলিতে গত ২৯ বছর ধরে এই স্কুলটি চলছে। আমাদের স্কুলে প্রায় ৩০০ পড়ুয়া রয়েছে। তাদের বেশির ভাগই তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত। স্থানীয় ১৯ জন যুবক–যুবতি এই স্কুলে কাজ করেন। যে জমি নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে সেখানে স্কুল গড়তে চেয়ে বহুদিন আগেই আমরা জেলাপরিষদে আবেদন জানাই। আবেদনের ভিত্তিতে আমরা স্কুলের নামে সরকারিভাবে জমির লাইসেন্স পেয়েছি। জমিটিতে যাতে স্কুল গড়া যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।' জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম বলেন, 'পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অসময়ের ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি

লাটাগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ মিনিট কুড়ির ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হল লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া বামনিবনবস্তির বিস্তীর্ণ এলাকায়। বেশ কয়েকটি বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে। শীলের আঘাতে বহু বাড়ির চাল ফুটো হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে ক্রান্তির গোমস্তপাড়ায় বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে দুটি গোরুর। মঙ্গলবার সকাল থেকে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করতে শুরু করেছে মেটেলি ব্লক প্রশাসন। ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন মেটেলির বিডিও সুমা বরাল। সোমবার রাতে হঠাৎ ব্যাপক ঝড় ও শিলাবৃষ্টি শুরু হয় লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া বামনিবনবস্তিতে। মিনিট কুড়ির ঝড়ে এলাকার কাঁচা–পাকা মিলে প্রায় চল্লিশটি বাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়। এলাকার বহু বাসিন্দার 'আমার বাড়ি' প্রকল্পের পাকা ঘরের চাল উড়ে যায় এদিনের ঝড়ে। বনবস্তির দরিদ্র বাসিন্দাদের ঘরের টিনের চালে শীল পড়ে টিন ফুটো হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বনবস্তিবাসীদের বক্তব্য, বসবাসের ঘরগুলি এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁরা কীভাবে এখন বসবাস করবেন সে নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ধীরেন কোরা জানান, ঘরবাড়ির পাশাপাশি এলাকার বেশ কিছু কৃষকের ভুট্টাখেতেরও ক্ষতি হয়েছে এদিনের ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে। মেটেলি–বাতাবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীলিমা খরিয়া জানান, গোটা বিষয় ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। এদিন মাল ব্লকের ক্রান্তির গোমস্তপাড়ার স্থানীয় বাসিন্দা নির্মল ওরাওঁ–এর দুটি গোরুর মৃত্যু হয় বাজ পড়ে। মেটেলির বিডিও সুমা বরাল জানান, ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির খবর রয়েছে। ব্লক প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য দল পাঠানো হয়েছে। তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পরই ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিডিও।

ঝড়ে ভেঙে পড়েছে বাড়ির চাল। ছবি ঃ শুভদীপ শর্মা